অপবাদ

ভবানী কলা-মন্দির লিমিটেডের প্রথম চিত্র !

বাসন্তিকা দেবীর নিবেদন

—ঃ অপবাদ ঃ—

প্রযোজনা : **সরোজ মুখার্জ্জি**

সহকারীগণ

সংলাপ	— শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ	পরিচালনায়	— সত্যরঞ্জন
চিত্রনাট্য	— বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়		মনি মজুমদার
শব্দ-গ্রহণ	কথা—অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়		শ্রীতারাশঙ্কর
	গীত—জে, ডি, ইরাণী	চিত্রশিল্পে	— হরেন বোস
সম্পাদনা	— রবীন দাস		অনিল দত্ত
শিল্পনির্দ্দেশক	— সুনীল সরকার		মদন সেন
প্রধান কর্ম্মসচিব	—বিভূতি বন্দ্যোঃ	শব্দযন্ত্রে	— ধরনী রায়চৌধুরী

আলোকচিত্র ও পরিচালনা : **যতীন দাস**

রূপসজ্জাকর	— রঞ্জিৎ দত্ত	শিল্পনির্দ্দেশে	— প্রীতি ঘোষ
ব্যবস্থাপক	— অজিত ভট্টাচার্য্য	সম্পাদনায়	— অসিত মুখার্জ্জি
	সন্তোষ বোস	রূপ-সজ্জায়	— অনাথ মুখার্জ্জি
সাজ-সজ্জাকর	— গোবর্দ্ধন রক্ষিত		হলধর সাউ
নৃত্যশিক্ষক	— পিটার গোমেজ	সঙ্গীতে	— সতীনাথ মুখার্জ্জি
গীত-রচনায়	— পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়	আলোকশিল্পে	— অনিল দত্ত
	শ্যামল গুপ্ত		মদন সেন
			চুনী ব্যানার্জ্জি

সঙ্গীত-পরিচালনা : **রামচন্দ্র পাল**

স্থির-চিত্রে — ষ্টীল্ ফটো সার্ভিস * অর্কেষ্ট্রা—যন্ত্রী সংঘ

রসায়নাগার — বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ্ লিঃ

[ইন্দ্রলোক ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে এবং
নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিঃ-এর তত্ত্বাবধানে গৃহীত]

প্রধান চরিত্রে—**সুলোচনা চ্যাটার্জ্জি**

অন্যান্য ভূমিকায় : ছায়াদেবী, হৃদীপ্তা, সীমা, শান্তি, সন্ধ্যা, কমল মিত্র, পরেশ ব্যানার্জ্জি, প্রদীপকুমার, গুরুদাস, ফণী রায়, জ্যোতির্ম্ময়, গোকুল, আশু বোস, প্রফুল্ল মুখার্জ্জি, পতাকী, অনন্ত প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক : কনক ডিষ্ট্রিবিউটার্স ৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

অপবাদ (কাহিনী)

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। কলেজের লাস্যময়ী ছাত্রীরদল লেছে বন-ভোজে। আর চলেছে এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্রদল। ওদের আলাপ ঘটলো রীতিমতো অভাবিত ভাবেই। নায়িকা কণিকা—নায়ক প্রদীপকে প্রথম সাক্ষাতেই আঘাত করেছিলো এই বলে : "ভিখিরীর উৎপাতে বিরক্ত হয়ে গেরস্থ যা বলে থাকে, আপনাকেও তা ছাড়া আর কিছু বলবার নেই। অর্থাৎ অন্য দরজায় দেখুন গে, এখানে কিছু সুবিধে হবে না।"

সেই কণিকা আর প্রদীপ।

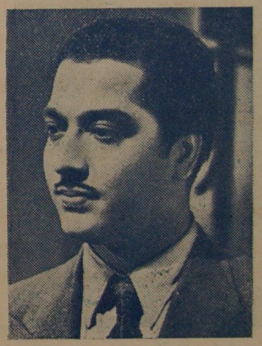

ছাত্র-ছাত্রীর সহপাঠ্য কলেজে এ ওর কাছাকাছি এলেই ঠোকাঠুকি লাগত আর আগুন জ্বলে উঠত সঙ্গে সঙ্গেই. পাথরে পাথরে ঘর্ষণে যেমন জ্বলে ওঠে বিদ্যুৎ, ঠিক তেমনি। বর্ষণও যে ঘটত না এমন নয়। কিন্তু সেই প্রদীপ যখন ভাগ্যের চক্রান্তে চাকরী করতে এলো কণিকার বাবার কাছে—তখন জানা গেলো পাথরের বুকের ভেতর আছে ঝরণা।

সেই ঝরণার স্বচ্ছ ধারায় ওরা একদিন দেখতে পেল নিজেদের হৃদয়। যে-হৃদয় পরস্পরের জন্যে হয়ে আছে উন্মুখ। কণিকা হল প্রদীপের বন্ধু। তারপর একদিন রায়বাহাদুরের ইচ্ছায় কণিকা হল প্রদীপের বধূ।

কিন্তু জীবন-দেবতার জটিল নির্দ্দেশ বুদ্ধিমান মানুষেরও অজানা। বন্ধুত্বের আলোয় যাকে মনে হয়েছিল রমনীয়, বধূর বেশে সেই কণিকা দেখা দিল আলেয়া হয়ে। আলেয়ার সর্ব্বনাশা মোহ থেকে কেউ বাঁচে না। প্রদীপও ধরা দিল দেওয়ালী পোকার মত। স্বামী-স্ত্রীর দুজনের সংসারে তৃতীয় কুটিল গ্রহ এলো কণ্টিনেণ্ট ফেরৎ মিঃ সেন।

নাটকের এত হোল মাত্র একটি দিক। আরেক দিকে অপেক্ষা করে আছে সন্তানের জন্যে বুভুক্ষিত একটি হৃদয় আর অশ্রুসজল দুটি চোখ—প্রদীপের মা। ধনী সন্তানের মা—কিন্তু জরাজীর্ণ ভিটেয় থেকেও সে এ-ছেলের কাছে অর্থ চায় না—চায় প্রদীপকে। যে প্রদীপ তার আধুনিকা স্ত্রীর মোহে অন্ধ হয়ে মাকে ভুলে আছে। সহস্র ব্যর্থতায়ও মায়ের সেই অনির্ব্বান বিশ্বাসের সিখা ধ্রুবতারার মত প্রদীপের মেঘাচ্ছন্ন ভাগ্যাকাশে জলতে থাকে। সে ধ্রুবতারা জীবনের উত্তাল সমুদ্রে দিসেহারা নাবিককে পথ চেনায়, কুলে ভেড়ায়। গ্রামের বধূ রেবা, প্রদীপের সকাশে বৌদির শত আবেদনও ব্যর্থ হয়; কিন্তু ব্যর্থ হয় না মায়ের ডাক, মা বলেঃ "ছেলে কখন মাকে ভুলতে পারে ?"

এই ভোলার ছলনা আর না-ভুলতে পারার দুর্ব্বার আকর্ষণে ছিন্নভিন্ন হৃদয়ের আকাশে বেদনার মলিন মেঘে একদিন যে মিলনের রামধনু তার সাতরঙা ছিটোলো সেও কি কৌতুকময়ী ভাগ্য-দেবীরই নির্দ্দেশ ?

———

সঙ্গীতাংশ

(১)

চলরে ছুটে পার্টির পথে
জোরে চালা সাইকেল
যেমন জোরে চলে ছুটে
চলতি তুফান মেল
আরও জোরে চালাও ভাই
প্রানেরি সাইকেল
এই যাওয়ার কাছে হার মেনে যাক
চলতি তুফান মেল
ঐ ফাজিল হাওয়ায় হৃদয়খানি,
সামলে রাখা দায়
হারিয়ে যেতে চায়
এই প্রেম দুনিয়ায় না জানি হায়
একি মজার খেল ॥
ঐ পুলিশম্যান যে হাত দেখালো,
উপায় কি হবে
আনন্দ আজ মন মাতানো
পথ কে রুখে রবে
ঐ আগে চলার সিগন্যাল এলো,
বাজাও হাতের বেল ॥
আজ বুক ভরানো প্রেমের নিশাস,
চাকায় নিলাম পুরে
তাইতো চলি উড়ে
কোন অচেনা চেনার আশায়
ঘোরাই আজ প্যাডেল ॥

(২)

খুলে গেল হৃদয় দুয়ার
আগল্ কিছু রাখলে না
বন্ধু তাতে দোষের কী
প্রানের টানে গাঁথলে পরান
গোপন যে গো থাকলে না
বন্ধু তাতে দোষের কী
বুক ফাটে যার মুখ ফোটে না
তার কাছেতেই বাহাদুরী
মিছে কেন দাও অপবাদ
তোমরা কথার ফুলঝুরি
পাল্লা দিলে মোদের সাথে
সরমে মুখ ঢাকলেনা
বন্ধু তাতে দোষের কী
একটু হেসে তাকাই যদি
বোকার মত চায় যারা
তাদের আবার বড়াই কী
ফেলে দেওয়া রুমাল তুলে
স্বর্গ হাতে পায় যারা
তাদের আবার বড়াই কী
অঙ্ক মোদের তোমরা ছাড়া
পূর্ণ কভু হয় না যে
তোমরা ছাড়া হৃদয় মোদের
একলা কভু রয় না যে
সন্ধি তবে চাইছো বুঝি,
ঝগড়াতে তাই ডাকলেনা
বন্ধু তাতে দোষের কী।

(৩)

April কি May মনে নেই যে
দেখা হ'লো দুটিতে কলেজের ছুটিতে
কবে সেই যে
মনে নেই যে।
সে কি কোনো hot noon
Moon-lit Night এ
সে কি কোনো সিনেমায়
Boxing fight এ
মনে নেই যে।
জাপানে কী রাশিয়ায়
ট্রামে সে কী বাসেতে
Pacific Ocean-এ কি
Khybar Pass-এতে
মনে নেই যে
নাই থাক No fear
তুমি এলে Oh Dear
হৃদয়ের লিলি তাই ফোটে এই সে
মনে নেই যে।

এইচ, এম, ভি ও কলম্বিয়া রেকর্ডে গানগুলি শুনিতে পাইবেন।

(৪)

প্রদীপ— শোনো তবে বলি আজ
ফেলে দিয়ে সব কাজ
কারো কাছে যেন বলোনা।
হৃদয়ের দ্বার খানি
কেন হায় ওগো রানি
মোর তরে আজো খোলনা ?

কনিকা—জানিনাতো কার সুরে
গান জাগে প্রান জুড়ে
স্বপনের হাওয়ায়
অকারনে ভুলে যায়
জীবনের মধু দোলোনা।

প্রদীপ— ভাবনার মায়া জাল
কারে নিয়ে বুনছি :

কনিকা—বলো যদি তার নাম
আমি বসে শুনছি।

প্রদীপ—চাও যবে মোর পানে
নয়নের মাঝখানে
দেখি যার ছায়া ভাসে
আজি এই অবকাশে
মন তার ভরে তোলোনা !!

(৫)

আমার কথা তোমার মনে রাখো না রাখো
সে তো তোমার খুশী।
তোমার হিয়ার গভীর কোনায়
মোরে ডাকো না ডাকো
সে তো তোমার খুশী।
আবেগে মোর প্রানে পুলক দোলে
গোপন কথা গানেতে যাই বলে,
এই নিরালায় আরো আমার কাছে
তুমি থাকো না থাকো
সে তো তোমার খুশী।
অনুরাগের ভাবনা মায়া ভরা
হৃদয়খানি তাইতো স্বয়ম্বরা
মোর নয়নে তোমার স্বপন ছবি
তুমি আঁকো না আঁকো
সে তো তোমার খুশী।

(৬)

আমি বোম্বায়ের বন-কোয়েল গেয়ে যাই
হায় বাবুজী
এই বাঙলাতে মনের মতো পেয়ে ঠাঁই
হায় বাবুজী
ওই নয়নে বাঁকা আলো
বন্ধু আমার লাগে ভালো
মোর আঙ্গিনায় রঙের কুসুম ফোটে তাই
হায় বাবুজী
প্রান জোয়ারের ধারায় আমি চলি ভেসে
যে ডাকে গো হাতছানিতে তারি দেশে
ডাকলে মোরে ইসারাতে
এলাম তোমার আঙিনাতে
আজ বন্ধু গো তোমায় আরো কাছে চাই
হায় বাবুজী।

(৭)

কাছে গেলো আঁখি যারে
মিলন বাসর রাতে
ছায়া তার পড়ে না যে
মনের নয়ন পাতে
ও ডাকবে কবে যে
মোর এই জীবনের ভুল ভাঙ্গাতে
প্রেমের বাঁশীতে যে সুর ছিলোগো জেগে
জানি সে ঘুমায়ে আছে বিরহ বিরশ লাগে
ও ডাকবে কবে যে
মোর এই ফাল্গুনের সুর জাগাতে।
যেটুকু জানাতে তারে
আজো রয়ে গেছে বাকী
ভুলে দেওয়া বেদনায়
অভিমানে তারে ঢাকি
ও ডাকবে কবে যে
মোর এই উদাসী মন রাঙ্গাতে।

এইচ, এম, ভি ও কলম্বিয়া
রেকর্ডে গানগুলি শুনিতে
পাইবেন।

আমাদের পরিবেশনাধীন
চিত্রগুলির তালিকা :—

নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের
অভিমান
চরিত্রে : সন্ধ্যা, স্মৃতি, পরেশ, ছায়াদেবী
—এবং—
জিপসী মেয়ে
চরিত্রে : রমলা, স্মৃতি, পরেশ, জহর

কীর্ত্তি পিকচার্সের
কামনা
চরিত্রে : ছবিরায়, জহর,

পাইওনীয়ার পিকচার্সের
রাজা হরিশ্চন্দ্র
এবং
দেবী ফুল্লরা
প্রেম-ও-প্রিয়া

সুধীরবন্ধু প্রডাকসন্সের
দখ্‌নে বাঘ

আর একখানি হিন্দি ফাইটিং চিত্র !
পদ্মিনী

KANAK DISTRIBUTORS

পরিবেশক
কনক ডিষ্ট্রিবিউটার্স
৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১৩

রমলা ও স্মৃতি অভিনীত-ভবানী কলা-মন্দিরের আগামী চিত্র!
অনুরাগ

শ্রীসুশীল সিংহ কর্ত্তৃক ৬৮নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কনক ডিষ্ট্রীবিউটার্সের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১০৩, আপার সারকুলার রোড, রাইজিং আর্ট কটেজ কমল দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।